মেডিক্যাল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কোটা বাতিলের দাবি

চট্টগ্রামে বিক্ষোভ সমাবেশ

চট্টগ্রাম ব্যুরো
২১ জানুয়ারি ২০২৫, ১২:০০ এএম

রাজধানীতে গতকাল স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসা শিক্ষক ঐক্যজোট ও আন্দোলন বাস্তবায়ন কমিটির অবস্থান ধর্মঘট -মেহরাজ

মেডিক্যাল ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় কোটা বৈষম্য নিরসনের দাবিতে চট্টগ্রামে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থীরা। গতকাল সোমবার নগরীর জামালখান এলাকায় এই সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সমাবেশ থেকে সম্প্রতি প্রকাশিত মেডিক্যাল ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল পুনর্বিবেচনা করে পুনরায় প্রকাশের দাবিও জানিয়েছেন আন্দোলনকারীরা।

UNIBOTS

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক মোহাম্মদ রাসেল আহমেদ বলেন, আমরা কোটা বৈষম্য দূর করার জন্য রাজপথে নেমেছিলাম। এখনো বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিক্যালের ভর্তি পরীক্ষায় কোটা আছে। আমরা মনে করছি, এ ব্যবস্থার মাধ্যমে আমাদের শহীদদের অপমান করা হচ্ছে। আমাদের সেসব শহীদের আত্মত্যাগকে অপমান করা হচ্ছে। তিনি বলেন, উপজাতি ও প্রতিবন্ধী কোটা ন্যায্যতার ভিত্তিতে ন্যূনতম মাত্রায় রাখতে হবে। আমরা চাই, ভর্তি পরীক্ষায় সব ধরনের কোটা নিরসন করে সবাইকে সুযোগের সমান অধিকার দিয়ে বৈষম্যহীন, সুষ্ঠু ও সুন্দর বাংলাদেশ বিনির্মাণে এ সরকার কাজ করবে। আমাদের যেন আবারও রাজপথে এসে কোটামুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণে আওয়াজ তুলতে না হয়। আমরা আজই আমাদের দাবির বাস্তবায়ন চাই। সরকারকে আজই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সকল ধরনের ভর্তি পরীক্ষায় কোটা তুলে দিয়ে শিক্ষার্থীদের সমান অধিকারের সুযোগ করে দিতে হবে।

সমাবেশে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষার্থী ইশতিয়াক উদ্দিন মোহাম্মদ তাসকিন বলেন, আমরা দেখেছি ১৭৩ পেয়েও অনেক শিক্ষার্থী মেডিক্যালে চান্স পাননি। আবার ১৩০ বা ১৩২ পেয়েও কোনো কোনো শিক্ষার্থী চান্স পেয়েছে।

আমরা চাই, এ ধরনের বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা আর না থাকুক। নতুন বাংলাদেশে এ ধরনের বৈষম্য প্রত্যাশা করি না। অনগ্রসর গোষ্ঠী ও প্রতিবন্ধীদের জন্য কিছুটা কোটা থাকবে। আর বাকি সকল ধরনের কোটা যে কোনো নিয়োগ ও ভর্তি পরীক্ষা থেকে বাতিল করা হোক। মেডিক্যাল ভর্তি পরীক্ষার যে ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে সেটাকে পুনর্বিবেচনা করে নতুন করে প্রকাশ করা হোক।

চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজের পঞ্চম বর্ষের শিক্ষার্থী সাকিব হোসেন বলেন, শেখ হাসিনার আমলে মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ও নাতি-নাতনিদের জন্য দুই শতাংশ কোটা রাখা হয়েছিল। এবার সেটা রাখা হয়েছে পাঁচ শতাংশ। গতবছর ১০৮ জনকে কোটার মাধ্যমে ভর্তি পরীক্ষায় পাস করানো হয়েছিল। এ বছর সেটা বাড়িয়ে ২৬৯ এ নিয়ে যাওয়া হল। ফলাফলে দেখে গেছে একজন সাধারণ শিক্ষার্থী ১৭৩ নম্বর পেয়েও কোনো মেডিক্যাল কলেজে চান্স পায়নি।